দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ১ ...

১০৭ ৩৪

আইন শিক্ষা ব্যবস্থা : একটি পর্যালোচনা

এস, এম, সোলায়মান মজনু

ওপরে গেলে আইন, নীচে গেলে আইন, ভূমিতে গেলেও আইন— সর্বত্র শুধু আইনেরই খেলা। আইনের সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক, জীবিকার সম্পর্ক, অস্তিত্বের সম্পর্ক। এরিস্টোটলের ভাষায় "মানুষ সামাজিক জীব"। সমাজে বসবাস করতে প্রতিটি ক্ষেত্রে নানা কারণে অকারণে একজন মানুষকে অপরের সাথে মিশতে হয়, যেতে হয় একজনকে অপরের সান্নিধ্যে। মানুষের সাথে শুধু মানুষের সম্পর্কই নয়, জীবজন্তুর সম্পর্কও বিদ্যমান। কারণ নিজের পশুকে বেদম প্রহার করলেও এর আইনগত প্রতিকার রয়েছে। আবার বনের পশু শিকার করতে গেলেও আইনের বাধা এই বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারই আইন। আইন সভ্যজাতির চালিকাশক্তি। আইন ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনটি বড় এ নিয়ে বেশ জোড়ালো বিতর্ক রয়েছে। ডাচ আইন বিজ্ঞানী 'ক্র্যাব' ও ফরাসী আইন বিজ্ঞানী 'লিয়ন ডুগুইট'র মতো অনেক প্রখ্যাত আইন বিজ্ঞানীগণ আইন রাষ্ট্রে উর্ধ্বে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার বিপরিতে 'হারম' 'বেনথাম' বিশেষতঃ অস্টিন মনে করেন রাষ্ট্রই আইনের উর্ধ্বে অর্থাৎ রাষ্ট্র আইন অপেক্ষা বড়। কিন্তু আমার মতে 'আইন' ও 'রাষ্ট্র' একই মুদ্রার দুটো পিঠ। একটি ছাড়া অপরটি অর্থহীন, নিশ্চল, বিকল। তাই আইন জানা প্রতিটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্যে ফরজ।

অধিকার সংরক্ষণ আইনের মূল কাজ। এ অধিকারের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত কর্তব্য। একজনের যেখানে কোন অধিকার বাকি সবার সেখানে কর্তব্য। বিষয় দু'টো একে অপরের পরিপূরক। কোন ব্যক্তির কি অধিকার রয়েছে তা' না জানলে সে দাবী করতে পারে না। ঠিক তেমনি কেও তার কর্তব্য সম্পর্কে অবগত না থাকলে কর্তব্য পালনের প্রশ্ন উঠে না। তাই ধরে নেয়া হয়— "প্রতিটি ব্যক্তিই তার নিজস্ব আইন সম্পর্কে জ্ঞাত রয়েছে। কিন্তু কথাটি আসলে শুধু ধরেই নেয়া হয়। এর কোন বাস্তব সার্থকতা নেই। কারণ দু'-চারটি আইন জানা থাকলেও বিনা অধ্যয়নে সব আইন জানা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রীয় আইন পাঠ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে উন্নত দেশগুলোতে। যেমন— সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইডেন প্রভৃতি। আমাদের দেশে আইন পাঠে বাধ্যবাধকতা নেই। যে আইন ছাড়া রাষ্ট্র স্থবির, সমাজ অচল, আত্মা নিরাপত্তাহীন সে আইন না পড়িয়ে পক্ষান্তরে এমন অনেক বিষয় পড়ানো হচ্ছে যার গুরুত্ব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনের চে' অনেক কম।

এটি সেই ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্থিরচিত্র। আমি সেগুলো পড়ানোর বিরোধিতা করছি না বরং এগুলার মতো আইনও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি। কোন রাষ্ট্রের উন্নতির জন্যে নাগরিকদের অধিকার বোধ ও কর্তব্য সচেতন হওয়া অপরিহার্য। এটি কেবল আইন অধ্যয়নের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে কঠোর আইন কিছুটা সুফল দিলেও অপরাধ নির্মূল করার জন্যে আইন শিক্ষার প্রয়োজন। নজীর পাবো চীনের দিকে তাকালেই। সম্প্রতি সেখানে মানুষের অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। এটি নিরশনের লক্ষ্যে, মানুষকে অপরাধ সচেতন করতে অপরাধ সচেতনতা ও আইন শিক্ষার স্কুল খোলা হচ্ছে। আমাদের দেশের প্রতিটি গ্রামেই দু'-চারজন স্নাতকোত্তীর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন। প্রতিটি গ্রামের দু'-চারজনের দেশের আইন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকলে এরা জনসাধারণের অবগতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। স্নাতকোত্তীর্ণ একজন ব্যক্তি তার আইন জানেন না, কথাটি শুনতেও তেমন সুখকর নয়। তাই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে না হলেও অন্ততঃ স্নাতক 'পাস' ও 'সম্মান' পর্যায়ে আইন বিষয়টি আবশ্যিক রাখা উচিৎ। অন্যান্য বিষয়গুলোর মতো এতেও ৩০০ নম্বর থাকবে। 'ব্যক্তিগত আইন' (মুসলিম ও হিন্দু আইন), [illegible] আইন, ফৌজদারী আইন, ভূমি [illegible] আইন, সাক্ষ্য আইন প্রভৃতি [illegible]ীয় আইনগুলোকে তিনটি প[illegible]র নেয়া যেতে পারে। এতে [illegible]কতা আছে বলে মনে হয় না [illegible] কোন কারণে আইন বাধ্যতামূলক করা না হয়, এবার কথা এলএলবি (পাস) পাঠের পূর্বশর্ত নিয়ে।

আইন একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা :

প্রকৌশল বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতো আইন একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা। আগের দু'টো পড়তে গেলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাকধারণা ছাড়া যাওয়া যায় না। যেমন, প্রকৌশল বিজ্ঞানের জন্যে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতিতে উচ্চ নম্বর নিয়ে পাস করতে হয়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্যেও একই পরীক্ষায় জীব বিজ্ঞানে অনুরূপ নম্বর পেতে হয়। অন্যথায় তাদের জন্যে ওই দরজা দু'টি বন্ধ। কিন্তু বাংলাদেশে এলএলবি পাঠের ক্ষেত্রে এরূপ কোন বিধি বিধান নেই। ফলে কথা দাঁড়িয়েছে "যার নেই কোন গতি সেই পড়ে ওকালতি"। লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে উকিল। উন্নত দেশগুলোতে যেখানে সবচে' মেধাবী ছাত্রদেরকে আইন পড়ানো হচ্ছে, এখন আমাদের দেশে আইন কলেজগুলোতে হচ্ছে বিপরীত (ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে, কিন্তু সেটি আলোচ্য কলেজগুলোতে বিষয় নয়)। যে আইন ব্যবসা একদিন রাজকীয় ব্যবসা ছিল সেটি সম্পর্কে আজ লোকের আর ততটা শ্রদ্ধাবোধ নেই। এরূপ সংখ্যাধিক্য এডভোকেটের কারণে।

তাই আইনের ছাত্র নয়, আমাদের আইনের দরকার।

অধঃস্তন আদালতগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, অধিকাংশ মামলার রায় চলে যাচ্ছে আপীল কোর্টে এবং রায় পরিবর্তন হচ্ছে। এসব হচ্ছে আইন বিষয়ে অনভিজ্ঞ এডভোকেট ও বিচারকের কারণে। ভোগান্তি হচ্ছে জনসাধারণের। তাদের বিচার পেতে হচ্ছে দেরী। টাকা যাচ্ছে দ্বিগুণ। আবার যার টাকা নেই তাকে ন্যায় বিচারের নামে অবিচার পেয়েই বসে থাকতে হচ্ছে। পারছে না তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে এভাবে আইন পাঠের ব্যবস্থাকে সীমিত করতে হবে। এক মৌলভীর হাদিস সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যার কারণে যেরূপ ইসলাম তথা মুসলিম জাহানের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার করণে মৃত্যু হতে পারে একজন সম্ভাবনাময়ী জীবন্ত লোকের। ঠিক তেমনি একজন আইনবিদের আইন সম্পর্কে অপব্যাখ্যার কারণে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রের। এবং এমনটি হচ্ছে বৈ-কি? তাই 'অগতির গতি' এই সস্তা কথাটিকে অসার করে তোলার জন্যে এলএলবি (পাস) অধ্যয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে স্নাতক বিষয়গুলোর মধ্যে তাকে একটি আইন রাখতে হবে অবশ্যই। এবং, সম্মানের ছাত্রদেরকে আইন রাখতে হবে সাবসিডিয়ারীতে যারা এলএলবি পড়তে চায়। অন্যথায় তাকে এলএলবিতে ভর্তি করা যাবে না।

রেজিস্ট্রেশন :

আমাদের দেশেও স্নাতক পর্যায়ের কোন ডিগ্রি পরীক্ষা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া দেখা যায় না। বরং মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই রেজিস্ট্রিশন করতে হয়। কিন্তু বিষয়টি রীতি-বিরোধী হলেও সত্য যে, এলএলবি (পাস) পরীক্ষা দিতে কোন রেজিস্ট্রেশন নম্বর দরকার হয় না। ফলে পরীক্ষার আবহাওয়া বুঝে দু'দিন আগে গিয়ে ফরম পূরণ করে আসে। গুজব (!) আছে পরীক্ষার ফরম আর খাতা নাকি একই সাথে জমা দেয়া হয়। এটি কিভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ চলছে তা' বোধগম্য নয়। এদের ভর্তির সুনির্দিষ্ট আসন, সময়সীমা ও রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন।

পরীক্ষা পদ্ধতি :

পূর্বোল্লেখিত উপায়ে ভর্তি হয়ে পরীক্ষার আগের দিন অথবা পরীক্ষার 'গ্যাপে' বাজারে প্রাপ্ত সস্তা (!) মূল্যের নোট বই কিনে চলে যায় পরীক্ষার হলে। এদের কোন ক্লাস করতে হয় না (কেউ কেউ পুরো বইটি নিয়ে আবার কেউ বা অংশবিশেষ) পরীক্ষা দিয়ে আসে। পাসও করে। এরা যা শিখেছে তাই দেয় সমাজকে।

পরীক্ষার ব্যাপারে কিছুটা কড়াকড়ি দরকার। এসব পরীক্ষাগুলো সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলে সবচে' ভালো হয়। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে সবারই অন্ততঃ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে থাকার জায়গা হবে।

অনেক পরীক্ষাই অনেকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসছে। তাই এতে খুব একটা কষ্টকর হওয়ার কথা নয়। অন্যথায় পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান বাড়াতে হবে। একই সাথে এদের অন্ততঃ ২৫ (পঁচিশ) নম্বরে মৌখিক পরীক্ষা চালু করতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের উপর 'সম্মান' কোর্স রয়েছে। এ দু'টির প্রতিটিতে একই সাথে একটি করে স্থায়ী এজলাস (বিচার কক্ষ) বসানো উচিৎ। এতে ব্যবহারিক জ্ঞানের মাধ্যমে ছাত্ররা বিচারক ও উকিলের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা নিতে পারবে এবং যৌক্তিক হয়ে উঠবে বা একজন বিচারক ও আইনজীবীর জন্য মৌলিক গুণ।

অসমাপ্ত